তোমার কাছে যাব..

জসিম মল্লিক

নম্র স্বভাবের জন্য কানাডার মানুষ পৃথিবী খ্যাত। তাদের এই নম্রতা তাদের চরিত্রেরই একটি অংশ। যদিও কখনও কখনও এটাকে কৃত্তিম মনে হয়, তারপরও এর একটা সৌন্দর্যতো আছেই। আমার কয়েকজন কানাডিয়ান বন্ধু আছে। তাদের সাথে মিশে দেখেছি তারা পৃথিবীর খোঁজ খবর বেশী রাখে না। হাসিনা খালেদা কি জিনিস তারা জানে না, মাইকেল জ্যাকসন যে মারা গেছে বা বারাক ওবামা যে অনেক জনপ্রিয় সে খবর তারা রাখে না। হাস্য রসে তারা ওস্তাদ। তারা মিথ্যা বলে না, কোনো কিছু হাইড করে না, কারো ক্ষতির চেষ্টা নেই। স্বচ্ছন্দে মেশা যায়। সতর্ক হয়ে কথা বলতে হয়না।

কিন্তু আমরা কিছু মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা হচ্ছি অতি চালাক, আক্রমনাত্বক এবং রূঢ় স্বভাবের। অবিশ্বাস আমাদের মজ্জাগত। অন্যকে ঠকানোর মানসিকতা। হাম্বরা ভাব তো আছেই। এগুলো স্বভাব আমরা দেশ থেকেই বয়ে এনেছি। এখানে এসে আরো বেশী বদলে যাচ্ছি। দ্রুত গাড়ি বাড়ি করার মানসিকতা থেকে হয়ে উঠছি যন্ত্র, আবেগহীন এবং বেপোরোয়া। টাকার পিছনে ছুটতে গিয়ে ভুলে গেছি মূল্যবোধ, নৈতিকতা। তবে যারা নতুন প্রজন্ম, যাদের এদেশে জন্ম হয়েছে বা ছোটবেলা থেকে এখানে বেড়ে উঠেছে তারা মেধাবী, তাদের মধ্যে সরলতা আছে। কুটিলতা তাদের স্পর্শ করেনি। বস্তত এরাই আগামীর কানাডাকে নেতৃত্ব দেবে এটা নিশ্চিত।

বিচিত্র সব মানুষের সমাহার ঘটেছে এখানে। আমাদের রয়েছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধের অভাব। কেউ কাউকে কেয়ার না করা। অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য এটা হয়ে থাকতে পারে। তার উপর রয়েছে শিক্ষার দীক্ষার অভাব। নানা বৈপরীত্বতো রয়েছেই। যে মানুষটা দেশে ভাল কিছু করে এসেছে, সে এখানে এসে কিছুই করতে পারে নি, আবার যে দেশে কিছুই করেনি, এমনকি স্কুলের গন্ডিও পার হয় নি, সে হয়ত দামী গাড়ি চালাচ্ছে, দামী বাড়িতে থাকছে। এরকম ভুরি ভুরি উদাহরন আছে। কানাডা হচ্ছে ল্যান্ড অব অপরচুনিটি'র দেশ। সুতরাং ভালভাবে টিকে থাকাটাই আসল। সুন্দর করে বেঁচে থাকতে পারাটাই মূল কথা।

বস্তত প্রবাস জীবন থেকে আমার কোনো অর্জন নেই। শুধু হারানো আছে। শুধুই পিছন দিকে যাওয়া। তাই সমসময় ভাবি ফিরে যাব। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই নিজেকে খুঁজি। আমি কোথায়! যখন দেখি আমি আমার জায়গায় নেই তখন মন খারাপ হয়ে যায়।

আমি কিছু পাওয়ার বা কিছু হওয়ার জন্য অপেক্ষায় নেই। আমি সভাপতি হতে চাই না, প্রধান অতিথি হতে চাইনা, পত্রিকার পাতায় ছবি ছাপানো বা টিভির পর্দায় নিজেকে দেখার কোনো ইচ্ছা জাগে না। আমি মাটির পৃথিবীর অনাবিল দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে চলে যাব। নিজেকে কোথাও প্রতিস্থাপন করার সবিশেষ আগ্রহ আমার নেই। রহস্যময়ী নারীদের হৃদয় খুরে দেখার ইচ্ছাও জাগে না।

ভোররাত্রির বিমান যখন নিজ ভুখন্ডের সীমানা ডিঙিয়ে আরব-সাগরের আকাশে ঢুকে পড়েছিল, তখনই আমার ভিতরের সব আলো নিভে গিয়েছিল, মন স্তব্দ, মাথা শূন্য, এক তীব্র বিষন্নতা ভারী তালার মতো ঝুলে রইল বুকের ভিতরে। খিদে সত্ত্বেও সুস্বাদু ব্রেকফাষ্ট মুখে দিয়ে বিস্বাদে ভরে গেলো মুখ। কেবল মা, ভাই বোন, আত্মীয়, বন্ধুদের কথা ভিড় করে এলো চোখের সামনে। আমাদের বাড়ি, তার আনাচ-কানাচ, আমাদের পাড়া, শহর সব খুঁটিনাটিসহ এবং নানা চেনা-আধচেনা মানুষজন যেন চুম্বকের মতো টানতে লাগল পিছনে। কে জানে সেটাই স্বদেশ চেতনা কিনা।

কানাডার কুখ্যাত একাকীত্বের কঠিন সান্নিধ্য আমাকে পাগল করে দেয়। আমাকে খানিকটা হাফ ছাড়ার অবকাশ দিয়েছে লেখালেখি। কিন্তু যাকে স্বস্তিবোধ করা বলে, 'এ্যাট হোম ফিলিং' সেটা আমার হয় না কিছুতেই। একটা আড় আড় ভাব, একটু উড়ু উড়ু মন, বারবার আধোঘুমে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। আমি জানি এই অতি চমৎকার, সুশৃঙ্খল এবং বিচিত্র দেশে আমার শিকড় প্রোথিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। হয়ত কোনো এক মধ্য রাতে উঠে বিছানায় বসে আমি নিজেই নিজের কাছে ঘোষনা করব, ফিরে যাব। কবির ভাষায় বলতে হয়,

'..এ ভ্রমন আর কিছু নয়,

শুধু তোমার কাছে যাওয়া,

আমি তোর কাছে যাব..'।

jasim.mallik@gmail.com

Toronto